Q. বিশ্বব্যবস্থার তত্ত্ব আলোচনা কর। [M-15]

Answer

বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বিশ্বায়নের যুগে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের নয়া তত্ত্বের আবির্ভাব ঘটে, এই তত্ত্বগুলির মধ্যে অন্যতম হল World System Theory বা বিশ্বব্যবস্থার তত্ত্ব। উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক কী নির্ধারিত হয় সমতার বিভিন্ন উপাদান ও সামর্থ্যের ভিত্তিতে? নাকি এই আপাত সমতার বৈষম্যের আড়ালে লুকিয়ে আছে অন্য কোন সত্য? এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে মূলত বিশ্বব্যবস্থার তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে। এই বিশ্বব্যবস্থার তত্ত্বের সঙ্গে যে নামটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত তিনি হলেন ইমানুয়েল ওয়ালারস্টাইন [Immanuel Wallerstein], এছাড়া রয়েছে গুন্ডার ফ্রাঙ্ক [Andre Gunder Frank], রাউল প্রেবিশ [Raul Prebisch], ওয়ালারস্টাইন তাঁর 'The Modern World System' গ্রন্থে বিশ্বব্যবস্থার তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, মূলত এই তত্ত্ব মার্কসবাদী তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

বিশ্বব্যবস্থা কী? :-

ওয়ালারস্টাইনের এর মতে আধুনিক বিশ্বব্যবস্থা বলতে বোঝায় এমন একটি ব্যবস্থা, যেখানে একটি মাত্র একক বর্তমান — যার মূল বৈশিষ্ট্য হল একটি শ্রমবিভাজন এবং একাধিক সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা। ওয়ালারস্টাইন মূলত দুটি বিশ্বব্যবস্থাকে চিহ্নিত করেছেন, একটিকে তিনি বলেছেন "বিশ্বসাম্রাজ্য বা World Empires" যার মুখ্য উদাহরণ হল চীন, মিশর বা রোমের প্রাক আধুনিক

সভ্যতাসমূহ, অন্যদিকে তিনি বিশ্ব অর্থনীতি সমূহকে বা World Economies কে চিহ্নিত করেছেন। আধুনিক কালের আন্তর্জাতিক এবং আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কের মূল ভিত্তির কাঠামো হিসাবে, আধুনিক বিশ্বব্যবস্থার বলতে মূলত এই World Economies বা বিশ্ব অর্থনীতি সমূহকে চিহ্নিত করেছেন [আধুনিক ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার]। এখানে বিশ্ব বলতে সমগ্র দুনিয়াকে বোঝায় না, বিশ্ব এখানে একটি কাঠামোগত সমগ্র বা Structural Whole এবং তিনি পৃথিবীকে বিভিন্ন অংশের মধ্যে ঐতিহাসিক একক হিসাবে না দেখে একটিমাত্র একক হিসাবে দেখেছেন। তাই এটিকে বিশ্বব্যবস্থা বলা হয়েছে, কারণ এটি যেকোন আইন অনুমোদিত এককের চেয়ে বড়।

বিশ্বব্যবস্থার তত্ত্বের মূল বক্তব্য :-

ওয়ালারস্টাইনের মতে সমগ্র বিশ্ব জুড়ে যে অসম উন্নয়ন দেখা দিয়েছিল তার মূলে নিহিত ছিল বিশ্বময় ধনতন্ত্রের বিস্তৃতি এবং বিভিন্ন শ্রেণীর অভ্যন্তরীণ জাতিসমূহের ও শ্রেণীসংগ্রাম। ষোড়শ শতক থেকে যে ধনতন্ত্রের উদ্ভব হয় তার মূল উদ্দেশ্য ছিল মূলধন সঞ্চয় করা, মূলধন, শ্রম এবং উৎপাদনের মূল্য নির্ধারণের রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং তার সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণী ও অঞ্চলের মধ্যে এক বৈষম্য সৃষ্টি করা। পুঁজি সঞ্চয়ের জন্য নব্য বা আধুনিক ধনীক শ্রেণীর কার্যক্রম রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে সমগ্র পৃথিবী অর্থনৈতিক কার্যক্রমের ভিত্তিতে তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে, প্রথম বিভাজনটি হল - মূল (Core) অর্থনৈতিক কার্যকেন্দ্র — এই অঞ্চলটি শিল্পোন্নয়ন উচ্চ মুনাফার, উচ্চ মজুরী এবং উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন শ্রমের উপর কেন্দ্রীভূত অধিকার প্রতিষ্ঠা

Scanned with CamScanner

করেছিল, এর একেবারে বিপরীতে হল প্রান্তস্থ (Periphery)। আবার এই দুই ধরনের অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত ছিল আধা-প্রান্তস্থ (Semi Periphery) অঞ্চল। এই অঞ্চলগুলি হয় প্রান্তস্থ অঞ্চল থেকে বেশি উন্নতি করেছে অথবা মূল অঞ্চলের থেকে অবনমনের দিকে চলেছে। এই আধা অঞ্চলগুলি একদিকে প্রান্তস্থ অঞ্চলকে শোষণ করে অন্যদিকে তেমনি এরা, মূল অঞ্চলের দ্বারা শোষিত হয়। মূল এবং প্রান্তস্থ অঞ্চলের মধ্যে অবস্থান করার ফলে এই আধা-প্রান্তস্থ অঞ্চলগুলি ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথে স্থায়িত্ব বজায় রাখতে সুবিধা হয়। অপরদিকে প্রান্তস্থ অঞ্চলগুলি সর্বদা মূল অর্থনৈতিক কেন্দ্র সমূহের কাঁচামাল ও কৃষিজ দ্রব্যাদি যোগানের একটি অংশ হিসেবেই থেকে যায়।

ওয়ালারস্টাইন World Economies এর ধারণা বা আধুনিক ধনতান্ত্রিক যুগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হল মূল এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল আধা-প্রান্তস্থ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের অবস্থা ছিল অনেকটাই অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতায় পরিপূর্ণ, অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়নের এক 'বিশ্ব অর্থনীতি' বা 'World Economy'-র নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়া সম্ভব ছিল না। এই যুক্তি অনুসারে তিনি মনে করেন সোভিয়েত ইউনিয়নের অবলুপ্তি ধনতন্ত্রের চূড়ান্ত জয়ের সূচনা করে না, কারণ হিসেবে তিনি দেখিয়েছেন ধনতান্ত্রিক বিশ্ব অর্থনীতি বিভিন্ন সময়ে প্রসারণ ও সংকোচনের মধ্য দিয়ে ক্রমাগতে এক চক্রাকারে আবর্তিত হয়, যার প্রমাণ পাই উভয় যুদ্ধের পরে আমেরিকার মত মুখ্য ক্ষমতার কেন্দ্রের সৃষ্টি তেমনি বহুমুখী বিশ্বব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। জাপান ও পশ্চিম ইউরোপের অর্থনৈতিক ক্ষমতার ক্রমোন্নতি ঘটাবে বলে মনে করা হয়েছিল, এরই পরিপ্রেক্ষিতে ওয়ালারস্টাইন মনে করেন সারা পৃথিবী

Scanned with CamScanner

জুড়ে শুরু হবে সাম্রাজ্যের বিরোধী আন্দোলন এবং এই আন্দোলনের যে অর্থ-রাজনৈতিক পরিবর্তন আসবে তা শেষ পর্যন্ত সমাজবাদের দিকে ঝুঁকে পড়বে কিনা তা সুনিশ্চিত বলা না গেলেও সমাজবাদ নিঃসন্দেহে একটি প্রত্যাশা।।

সমালোচনা ঃ-

ওয়ালারস্টাইন-এর মূল, প্রান্তীয় ও আধা-প্রান্তীয়ের যে আলঙ্কারিক ছবিটি এই তত্ত্বে তুলে ধরা হয়েছে তবুও কিন্তু কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। বিশ্বব্যবস্থার তত্ত্ব অনুযায়ী মূল রাষ্ট্রগুলি অসম বিনিময় ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্রমাগত প্রান্তীয় রাষ্ট্রকে শোষণ করতে থাকে এবং প্রান্তীয় রাষ্ট্র থেকে উদ্বৃত্ত নিজ উন্নয়নের স্বার্থে ব্যবহার করে। এটি সম্ভবত অতিমাত্রায় সরলীকরণ — কারণ মূলরাষ্ট্রের মূলদের মধ্যে আন্তঃবিরোধিতা আছে, এরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে দেখা দিয়েছে যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার। রবার্ট গিলপিন [Robert Gilpin] "The Political Economy of International Relations" গ্রন্থে বিশ্বব্যবস্থার তত্ত্বের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন অর্থনৈতিক কাঠামো যেমন উন্নত ও স্বল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলির নীতিকে প্রভাবিত করেছে, ঠিক তেমনি এই রাষ্ট্রসমূহের নীতিও আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে অনেকখানি প্রভাবিত করেছে।